



কান্টনিন্টে স্থলছাত্রী নিতু মণ্ডল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা সিটি ইয়ুথ ও শিশু ফোরামের বিক্ষোভ যুগান্তর

৮ কিলোমিটারে ৬৭ মাদ্রাসা

মুসতাক আহমদ ও হাসিব বিন শহিদ

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে শুধু রাস্তার দু'পাশে ৬৭টি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশই কওমি ও হিফজ। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। বাকি ২ শতাংশ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত আলিয়া মাদ্রাসা। একই এলাকায় স্কুল ও কলেজ আছে ৪২টি। স্কুল-কলেজ এবং আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারের অনুমোদন পেলেও কওমি মাদ্রাসার কোনো স্বীকৃতি নেই। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। সরেজমিন ঘুরে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, কওমি মাদ্রাসাগুলো বর্তমানে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অনেক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সনদ অর্জন করে। তাদের সনদের স্বীকৃতি এবং সমাজের মূল স্রোতে আনা দরকার। এ লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়ে আমরা এগিয়ে আছি। তারা যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই হবে। কিন্তু তারা

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক

একই এলাকায় স্কুল-কলেজ ৪২টি

সারা দেশে ২০ হাজার কওমি

মাদ্রাসায় ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী

সনদের স্বীকৃতি দিতে চায় সরকার

(কওমিপন্থী আলেম) একত্রিত হতে পারছেন না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২০১৩ সালে এ সংক্রান্ত একটি উদ্যোগ ছিল। তখন প্রস্তাবিত বোর্ডে সরকারের একজন প্রতিনিধি রাখার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তারা এটি গ্রহণ করেননি। অথচ আইন বোঝে ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, বোর্ডে এমন একজন লোক থাকা প্রয়োজন। সরকার সেটাই চেয়েছিল।

কওমি মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল

মাদারিসিল আরাবিয়ার (বেফাক) মহাসচিব মাওলানা আবদুল আজিজ জাহনাবাদী যুগান্তরকে বলেন, সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসাগুলো গড়ে উঠেছে। শুধু যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর এলাকায় নয়, সারা দেশেই কম-বেশি এ ধরনের মাদ্রাসা আছে। সমাজে কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের আলো জ্বালানোর তাগিদে এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পায়। এ ক্ষেত্রে কোথাও সাধারণ ব্যক্তি, কোথাও বিশিষ্ট আলেম আবার কোথাও গোটা এলাকার মানুষ উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন। এ ধরনের মাদ্রাসার সঠিক কোনো সংখ্যা কারও কাছেই নেই। তবে আমাদের বোর্ডের অধীন ৫ হাজার ৬৯৬টি মাদ্রাসা আছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজের মতোই সারা দেশে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসব কওমি

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

প্রতি মন্ত্রণালয়

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে বিশেষ আয়োজন : পৃষ্ঠা ১৩